Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-IV, July 2026, Page No. 50-59
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.04W.116

বৈদিক সংহিতায় উল্লিখিত বাদ্যযন্ত্র: ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোকে শ্রেণিবিন্যাস ও পর্যালোচনা

ওয়েলিসা রায়, *গবেষিকা, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 13.07.2026; Accepted: 22.07.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Vedic Samhitas are the earliest cultural foundations of Indian civilization, vividly showcasing the ancient existence of musical instruments. The *Ṛgveda*, *Sāmaveda*, *Yajurveda* and *Atharvaveda* mention instruments such as Dundubhi, Bāṇa, Veṇu, Tūṇava, Karkarī, Āghāṭī etc. These instruments were vital elements of yajnas, warfare, and social ceremonies, extending well beyond ordinary entertainment. We find a structured fourfold classification of musical instruments during the later phase of Sanskrit musicology, notably in Bharata's *Nāṭyaśāstra* and Śārṅgadeva's *Saṅgītaratnākara*. These are 'Tata vādya' or stringed instruments like Veena, 'Avanaddha vādya' or percussion instruments covered with skin like Mridanga, 'Ghana vādya'or solid instruments played by striking like cymbals and 'Suṣira vādya' or wind instruments like flute. Although a formal systematic grouping of these musical instruments is absent within the Vedic Samhitas, based on their structural design and sound-production characteristics, these musical instruments can be broadly classified into these four categories. Such a classification highlights the continuity between the Vedic musical tradition and later Indian musicology.

Keywords: Vedic Samhitas, Vedic musical instruments, Indian Musicology, *Nāṭyaśāstra, Saṅgītaratnākara,* Classification of Vedic Instruments

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদি ঐতিহ্যের প্রধান উৎস হিসেবে বেদ সর্বজনস্বীকৃত। ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে বেদে সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে। বৈদিক যুগে সঙ্গীত কেবলমাত্র বিনোদনের উপকরণ ছিল না; বরং যজ্ঞ, স্তোত্রপাঠ, দেবতার আরাধনা, যুদ্ধ, রাজকীয় অনুষ্ঠান এবং সামাজিক উৎসবের এক অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। তাই বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হল বৈদিক সঙ্গীত। 'সম্' পূর্বক 'গৈ' ধাতু থেকে 'সঙ্গীত' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'গৈ' ধাতুর অর্থ গান করা। সুতরাং 'সঙ্গীত' এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল গান। পণ্ডিত শার্ঙ্গদেব তাঁর *সঙ্গীতরত্নাকর* গ্রন্থে বলেছেন– "গীতং বাদ্যং তথা নৃত্তং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।।"[1] অর্থাৎ গীত, বাদ্য ও নৃত্ত – এই তিনটি সঙ্গীত নামে অভিহিত। বৈদিক সংহিতার বিভিন্ন মন্ত্রে যে বাদ্যযন্ত্রগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, সেইগুলি থেকে বৈদিকযুগের মানুষের সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়।

বৈদিক সংহিতায় উল্লিখিত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র হল - দুন্দুভি, বাণ, নাড়ী, তূণব, শঙ্খ, আঘাটি প্রভৃতি। এই বাদ্যযন্ত্রগুলি কোনও মন্ত্রে যজ্ঞের সহায়ক, কোথাও যুদ্ধের আহ্বানকারী, কোথাও রাজকীয় ঐশ্বর্যের প্রতীক, আবার কোথাও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মঙ্গলধ্বনি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বলা যায় যে, বৈদিক যুগে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল বহুমাত্রিক এবং সুসংগঠিত। আবার এই বাদ্যযন্ত্রগুলির প্রত্যেকটির নির্মাণপ্রণালী, ব্যবহার এবং

ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য ছিল একে অপরের থেকে পৃথক। কিছু বাদ্যযন্ত্র ছিল চর্মাবৃত, কিছু আঘাতজাত, কিছু ছিল তারযুক্ত, আবার কিছু ছিল বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে ধ্বনি উৎপন্নকারী। তবে বৈদিক সংহিতায় বাদ্যযন্ত্রগুলিকে কোনো সুসংহত সঙ্গীততাত্ত্বিক শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়নি।

ভরতমুনির *নাট্যশাস্ত্র*, আচার্য শার্ঙ্গদেবের *সঙ্গীতরত্নাকর* প্রভৃতি গ্রন্থে বাদ্যযন্ত্রকে চারটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। আধুনিক সঙ্গীতবিজ্ঞানেও ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের এই শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি বহুলভাবে গৃহীত। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বৈদিক সংহিতায় উল্লিখিত বাদ্যযন্ত্রগুলিকে সঙ্গীতশাস্ত্রীয় মানদণ্ডে পুনর্বিন্যাস করলে বৈদিক সঙ্গীতচিন্তা এবং পরবর্তী ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্বের ধারাবাহিকতা আরও স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়।

বৈদিক সংহিতায় উল্লিখিত বাদ্যযন্ত্র:

বেদ হল ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম বিবরণ। ভারতবর্ষের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি বেদে রয়েছে। বৈদিক যুগে জীবনের প্রতিটি শুভ অনুষ্ঠান, বিশেষ করে দেবতাকে সন্তুষ্ট করার যজ্ঞ এবং সামাজিক উৎসবে সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল অপরিহার্য। ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্তে চারপাশের প্রাকৃতিক শব্দের পাশাপাশি নানা ধরণের বাদ্যযন্ত্রের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়, যা প্রমাণ করে যে সেই যুগের মানুষ শব্দ ও সুর সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। নিম্নে বৈদিক সংহিতায় উল্লিখিত বাদ্যযন্ত্র আলোচিত হল।

ঋগ্বেদ:

ঋগ্বেদে দুন্দুভি, বাণ, কর্করি, পিঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এইগুলির মধ্যে *ঋগ্বেদে* সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে 'দুন্দুভি'। বৈদিক সাহিত্যে দুন্দুভি কেবলমাত্র একটি সাধারণ বাদ্যযন্ত্র ছিল না, বরং এটির সামাজিক, ধর্মীয় এবং সামরিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। *ঋগ্বেদের* প্রথম মণ্ডলে দুন্দুভি বাদ্যযন্ত্রটি উল্লিখিত হয়েছে-

"যচ্চিদ্ধি ত্বং গৃহেগৃহে উলূখলক যুজ্যসে।
ইহ দ্যুমত্তমং বদ জয়তামিব দুন্দুভিঃ।।"[২]

এই মন্ত্রে বলা হয়েছে - হে দুন্দুভি! যদিও তুমি গৃহে গৃহে ব্যবহৃত হও, তথাপি এ যজ্ঞে তুমি বিজয়ীদের দুন্দুভির ন্যায় প্রভুর ধ্বনিযুক্ত শব্দ কর। এছাড়া যুদ্ধের সময় সৈন্যদের উৎসাহিত করা ও যজ্ঞের শুরুতে পরিবেশ গম্ভীর করার জন্য এটি বাজানো হত। *ঋগ্বেদের* ষষ্ঠ মণ্ডলের সাতচল্লিশতম সূক্তে দুন্দুভিকে দেবতাজ্ঞানে স্তুতি করা হয়েছে-

"উপ শ্বাসয় পৃথিবীমুত দ্যাং পুরুত্রা তে মনুতাং বিষ্ঠিতং জগৎ।
স দুন্দুভে সজুরিন্দ্রেণ দেবৈর্দূরাদ্দবীয়ো অপ সেধ শত্রূন্ ।।"[৩]
"আ ক্রন্দয় বলমোজো ন আ ধা নিঃ ষ্টনিহি দুরিতা বাধমানঃ।
অপ প্রোথ দুন্দুভে দুচ্ছুনা ইত ইন্দ্রস্য মুষ্টিরসি বীলয়স্ব।।"[৪]
"আমূরজ প্রত্যাবর্তইয়েমাঃ কেতুমদ্দুন্দুভির্বাবদীতি।
সমশ্বপর্ণাশ্চরন্তি নো নরোঽস্মাকমিন্দ্র রথিনো জয়ন্তু।।"[৫]

এখানে দুন্দুভিকে দেবতাদের শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখা হয়েছে। দুন্দুভির প্রবল ধ্বনি শত্রুর মনে ভীতি সঞ্চার করে এবং একই সঙ্গে সৈন্যদের উদ্দীপিত করে, এই অর্থে এটি এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ধ্বনি-অস্ত্রের ভূমিকা পালন করত। তাই এটি শত্রুদমন করার একটি 'দৈব অস্ত্র' (Acoustic Weapon), যা দেবশক্তির সহায়তায় অন্যায় ও শত্রুদের বিনাশ করে সমাজে শান্তি ও বিজয় সুনিশ্চিত করে। *ঋগ্বেদের* প্রথম মণ্ডলে 'বাণ' বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে–

"উর্দ্ধং নুনুদ্রেহবতং ত ওজসা দাদৃহানং চিদ্বিভিদুর্বি পর্বতম্।
ধমন্তো বাণং মকতঃ সুদানবো মদে সোমস্য রণ্যানি চক্রিরে।।"[৬]

সায়ণাচার্য এখানে 'বাণ' অর্থে 'শততন্ত্রীযুক্ত বীণা' অর্থাৎ একশটি তারবিশিষ্ট বীণা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন - "বীণাবিশেষং ধমন্তো বাদয়ন্তঃ।"[৭] কিন্তু পণ্ডিত ম্যাক্স মুলার 'বাণ' অর্থে voice বা গলার স্বর বলেছেন।[৮] সায়ণাচার্য *ঋগ্বেদের* নবম মণ্ডলে শব্দটি বাদ্যযন্ত্ররূপে ব্যাখ্যা করেছেন।[৯] তবে অষ্টম মণ্ডলে তিনি এটিকে 'মরুদ্বীণা' অর্থাৎ মরুৎ বা বায়ুর দ্বারা বাজানো বীণা বলে উল্লেখ করেছেন।[১০]

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলে 'কর্করি' নামক বাদ্যযন্ত্র উল্লিখিত হয়েছে–

"আবদংস্ত্বং শকুনে ভদ্রমা বদ তূষ্ণীমাসীনঃ সুমতিং চিকিদ্ধি নঃ।
যদুৎপতন্বদসি কর্করির্যথা বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ।।"[১১]

এই মন্ত্রটির অনুবাদপ্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র বলেছেন– হে শকুনি ! যখন তুমি শব্দ কর, তখন আমাদের মঙ্গল সূচনা কর। তুমি তূষ্ণীমভাবে উপবেশন করে থাক, তখন আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হও। তুমি উড্ডীয়মানকালে কর্করির ন্যায় শব্দ করে থাক। আমরা যেন পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এ যজ্ঞে স্তুতি করতে পারি।[১২] 'কর্করি' পদটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সায়ণাচার্য কেবলমাত্র বাদ্যযন্ত্র বিশেষ বলেছেন– "কর্করির্যথাকর্করির্বদতি কর্করির্বাদ্যবিশেষঃ।"[১৩] এছাড়া *ঋগ্বেদের* অষ্টম মণ্ডলে 'পিঙ্গ' ও 'গর্গর' বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে-

অব স্বরাতি গর্গরো গোধা পরি সনিষ্বণৎ।
পিঙ্গা পরি চনিষ্কদদিন্দ্রায় ব্রহ্মোদ্যতম্।।[১৪]

এই মন্ত্রে বলা হয়েছে – গর গর ধ্বনিযুক্ত বাদ্য ভয়ংকর শব্দ করছে, গোধা (হস্তঘ্ন) চতুর্দিকে শব্দ করছে। পিঙ্গলবর্ণ জ্যা শব্দ করছে, অতএব ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্ট স্তুতি কর।[১৫] আচার্য সায়ণের মত অনুসারে, 'গর্গর' হল গর্গর ধ্বনিযুক্ত বাদ্য বিশেষ। অন্যদিকে 'পিঙ্গ' শব্দটির অর্থ হল ধনুকের জ্যা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ধারাতেই এই অর্থ স্বীকৃত। ধনুকের জ্যাকে আকর্ষণ করলে তা সাঙ্গীতিক ধ্বনির ন্যায় শব্দ উৎপন্ন করে। অনেক পণ্ডিতগণ 'পিঙ্গ' বাদ্যযন্ত্রটিকে 'ধনুর্যন্ত্র' মনে করেন। ধনুর্যন্ত্র পিঙ্গল বা নীলাভ তাম্রবর্ণের অন্ত্র (নাড়ী) বা পশুদের অস্ত্র দিয়ে নির্মিত হওয়ায় এটিকে পিঙ্গ (বাদ্যযন্ত্র) বলা হয়। তাই বৈদিকযুগে 'ধনুর্যন্ত্র' নামে বাদ্যযন্ত্রের উপস্থিতি বহু গবেষক স্বীকার করেন।

প্রকৃতির প্রতিটি ছোট ছোট ধ্বনির মধ্যেও যে গভীর আধ্যাত্মিক সুষমা ও ঐশ্বরিক আনন্দ লুকিয়ে রয়েছে তা আমরা *ঋগ্বেদের* দশম মণ্ডলে এই মন্ত্রের মাধ্যমে জানতে পারি-

"বৃষারবায় বদতে যদুপাবতি চিচ্চিকঃ।
আঘাটিভিরিব ধাবয়ন্নরণ্যানির্মহীয়তে।।"[১৬]

এই মন্ত্রে বলা হয়েছে - এক জন্তু বৃষের ন্যায় শব্দ করছে আর এক জন্তু চীচী ইত্যাকার শব্দ করে যেন তার উত্তর দিচ্ছে, যেন এরা বীণার ঘটায় ঘটায় (পর্দায় পর্দায়) শব্দ নির্গত করে অরণ্যানীকে বর্ণনা করছে। এই মন্ত্রে 'আঘাটি' নামক বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। সায়ণাচার্য তাঁর ভাষ্যে বলেছেন– "তত্র দৃষ্টান্তঃ – আঘাটিভিরিব আঘাটয়োঘাটলিকাঃ কাণ্ডবীণাস্তাভিঃ"।[১৭] অর্থাৎ এখানে তিনি আঘাটিকে কাণ্ডবীণা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু পণ্ডিত বেঙ্কটমাধব *ঋগ্বেদের* মন্ত্রব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আঘাটিকে 'আহন্যমান বাদ্য' অর্থাৎ আঘাত করে বাজানো হয় এইরূপ বাদ্যযন্ত্র বলেছেন। তাছাড়া ঋগ্বেদে 'নাড়ী' নামক বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়–

"ইদং যমস্য সাদনং দেবমানং যদুচ্যতে।
ইয়মস্য ধম্যতে নাড়ীরয়ং গার্ভিঃ পরিষ্কৃতঃ।।"[১৮]

এই মন্ত্রের ভাষ্যে আচার্য সায়ণ বলেছেন– "যমস্য প্রীণনায় ইয়ং নাড়ীঃ বাদ্যবিশেষোবেণুঃ ধম্যতে বাদ্যতে যদ্বা নাড়ীতি বাঙ্‌নাম ইয়ং স্তুতিরূপা বাক্ অস্য প্রীণনায় ধম্যতে।" [১৯] অর্থাৎ এখানে তিনি 'নাড়ী' শব্দটিকে দুইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, একটি হল বাঁশি এবং অপরটি হল বাক্।

সামবেদ:

সামবেদ হল *ঋগ্বেদের* মন্ত্রসমূহের গীতিরূপ এবং *সামবেদের* অধিকাংশ মন্ত্রই *ঋগ্বেদ* থেকে গৃহীত। তাই *ঋগ্বেদে* যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে, *সামবেদে* মূলত সেই বাদ্যযন্ত্রগুলি উল্লিখিত হয়েছে। বলা যায়, *সামবেদের* বাদ্যযন্ত্রগুলো *ঋগ্বেদের* বাদ্যযন্ত্রেরই পুনরাবৃত্তি। *ঋগ্বেদের* বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত নতুন বা স্বতন্ত্র কোনো বাদ্যযন্ত্রের নাম এখানে প্রায় পাওয়া যায় না বলা যায়। *সামবেদের* বিশেষত্ব বাদ্যযন্ত্রের তালিকা নয়, বরং গেয়রীতি (সামগান)। এখানে মন্ত্র কীভাবে সুরে গাওয়া হবে, সেই দিকটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

যজুর্বেদ:

যজুর্বেদে দুন্দুভি, ভূমিদুন্দুভি, বনস্পতি, তূণব প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। *কৃষ্ণযজুর্বেদে* 'দুন্দুভি' বাদ্যযন্ত্রটি উল্লিখিত হয়েছে – "দুন্দুভিন্ সমঘ্নৌতি।"[২০] আবার এটির পরবর্তী মন্ত্রে ভূমিদুন্দুভির উল্লেখ রয়েছে– "ভূমিদুন্দুভিন্ অঘ্নৌতি"।[২১] মাটিতে গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তের মুখ পশুর চামড়া দ্বারা আচ্ছাদিত করে ভূমিদুন্দুভি প্রস্তুত হত। *শুক্লযজুর্বেদেও* দুন্দুভি বাদ্যযন্ত্রটি উল্লিখিত হয়েছে–

> "নমো বিল্মিনে চ কবচিনে চ নমো বর্মিণে চ বরূথিনে চ নমঃ শ্রুতায় চ শ্রুতসেনায় চ নমো দুন্দুভ্যায় চাহনন্যায় চ।।"[২২]

এই মন্ত্রে প্রসিদ্ধ বীর সেনার সঙ্গে দুন্দুভিকেও নমস্কার জ্ঞাপন করা হয়েছে। পণ্ডিত মহীধর তাঁর ভাষ্যে বলেছেন– "দুন্দুভৌ ভের্যাং ভবো দুন্দুভ্যঃ তস্মৈ। 'দুন্দুভিস্তু ভের্যাং দিতিসুতে বিষে'। আহন্যতে তাড্যতেঽনেনেত্যাহননং বাদ্যসাধনং দণ্ডাদি তত্র ভব আহনন্যঃ তস্মৈঃ।"[২৩]

তৈত্তিরীয়সংহিতায় 'বনস্পতি' বাদ্যযন্ত্রটি উল্লিখিত হয়েছে – "স বনস্পতিন্ প্রেষ্যতি।"[২৪] এছাড়া এই সংহিতায় দুন্দুভি, তূণব, বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় – "বাগ্ বনস্পতিসু বদতি য দুন্দুভৌ য তূণবে য বীণায়াম্।"[২৫] এখানে বলা হয়েছে – বাক্ বা ধ্বনি (শব্দ) বনস্পতি, দুন্দুভি, তূণব, বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ভিতর দিয়ে প্রেরিত হয়। *যজুর্বেদের কাঠকসংহিতায়* বনস্পতি বাদ্যযন্ত্রটি উল্লিখিত হয়েছে – "য বনস্পতিসু বাক্ তন্"।[২৬] *শুক্লযজুর্বেদের বাজসনেয়ীসংহিতার* নবম অধ্যায়ে বনস্পতি বাদ্যযন্ত্রটির বর্ণনা রয়েছে–

> "এষা বঃ সা সত্যা সংবাগভূদ্যয়া বৃহস্পতিং বাজমজীজপতাজীজপত বৃহস্পতিং বাজং বনস্পতয়ো বিমুচ্যধ্বম্। এষা বঃ সা সত্যা সংবাগভূদ্যয়েন্দ্রং বাজমজীজপতাজীজপতেন্দ্রং বাজং বনস্পতয়ো বিমুচ্যধ্বম্।।"[২৭]

বৃক্ষের গুঁড়িতে গর্ত করে সেই গর্তের মুখ পশুর চামড়া দ্বারা আচ্ছাদিত করে 'বনস্পতি' প্রস্তুত করা হত। উব্বটভাষ্যে বলা হয়েছে– "অতো যূয়ং কৃতকৃত্যাঃ সন্তঃ হে বনস্পতয়ো বা বানস্পত্যা দুন্দুভয়ো বিমুচ্যধ্বম্। উত্তরোপি মন্ত্রোঽনেনৈব ব্যাখ্যাতো দেবতামাত্রং তু বিশেষঃ।"[২৮] *শুক্লযজুর্বেদের* উত্তরার্ধের ত্রিংশ অধ্যায়ে আম্নাত হয়েছে–

> "প্রতিশ্রুৎকায়া অর্তনং ঘোষায় ভষমন্তায় বহুবাদিনমনন্তায় মুকং শব্দায়াডম্বরাধাতং মহসে বীণাবাদং ক্রোশায় তূণবধ্মমবরস্পরায় শঙ্খধ্মং বনায় বনপমন্যতোঽরণ্যায় দাবপম্।।"[২৯]

এই মন্ত্রে বীণা, তূণব ও শঙ্খের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহীধরভাষ্যে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– "মহসে বীণাবাদং বীণাবাদনকর্তারম্ ক্রোশায় তূণবধ্মং বাদ্যবিশেষং ধমতি তথাভূতম্ অবরস্পরায় শঙ্খধ্মং...।"[৩০]

অথর্ববেদ:

অথর্ববেদে দুন্দুভি, কর্করি, বক্র প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। *অথর্ববেদসংহিতা*র বহু মন্ত্রে দুন্দুভি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি নিম্নে প্রদর্শিত হল–

"উচ্চৈর্ঘোষো দুন্দুভিঃ সত্বায়ন্ বনস্পত্যঃ সংভৃত উস্রিয়াভিঃ।"[৩১]

"দৈবীং বাচং দুন্দুভ আ গুরস্ববেধাঃ শত্রূণামুপ ভরস্ব বেদঃ।।"[৩২]

"দুন্দুভের্বাচং প্রয়তাং বদন্তীমাশৃণ্বতী নাথিতা ঘোষবুদ্ধা।"[৩৩]

"পূর্বো দুন্দুভে প্র বদাসি বাচং ভূম্যাঃ পৃষ্ঠে বদ রোচমানঃ।
আমিত্রসেনামভিজঞ্জভানো দ্যুমদ্বদ দুন্দুভে সূনৃতাবৎ।।"[৩৪]

"অংশূনিব গ্রাবাধিষবণে অদ্রির্গব্যন্ দুন্দুভেঽধি নৃত্য বেদঃ।।"[৩৫]

"দুন্দুভৌ কৃত্যাং যাং চক্রুঃ পুনঃ প্রতি হরামি তাম্।।"[৩৬]

"প্রামূং জয়াভীমে জয়ন্তু কেতুমদ্দুন্দুভির্বাবদীতু।"[৩৭]

"যুধ্যন্তে যস্যামাক্রন্দো যস্যাং বদতি দুন্দুভিঃ।"[৩৮]

দুন্দুভি ব্যতীত 'কর্করি' নামক বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখও *অথর্ববেদে* রয়েছে। *অথর্ববেদসংহিতা*র চতুর্থ কাণ্ডে আম্নাত হয়েছে-

"যত্র বঃ প্রেঙ্খা হরিতা অর্জুনা উত যত্রাঘাটাঃ কর্কর্যঃ সংবদন্তি।"[৩৯]

এই প্রসঙ্গে সায়ণাচার্য তাঁর ভাষ্যে বলেছেন– "আহন্যমানা বাদ্যমানাঃ কর্কর্যঃ বাদ্যবিশেষাঃ সংবদন্তি যুষ্মন্নৃত্তানুগুণ্যেন সমানং ধ্বনন্তি তৎ স্থানং পরেতেত্যাদি পূর্ববদ্ যোজ্যম্।"[৪০] বলা যায়, 'কর্করি' হল 'কর্ কর্' ধ্বনিযুক্ত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। এছাড়া বিংশ কাণ্ডেও বাদ্যযন্ত্রটি পাওয়া যায়– "ক এষাং কর্করী লিখৎ।।"[৪১] অথর্ববেদ *অথর্ববেদসংহিতা*র চতুর্থ কাণ্ডে 'বক্র' নামক বাদ্যযন্ত্রও উল্লিখিত হয়েছে–

"যস্ত আস্যৎপঞ্চাঙ্গুরির্বক্রাচ্চিদধিধন্বনঃ।
অপস্কম্ভস্য শল্যান্নিরবোচমহং বিষম্।।"[৪২]

তবে কিছু পণ্ডিতব্যক্তি মনে করেন, বক্র বাদ্যযন্ত্র নয়, প্রকৃতপক্ষে তা হল ধনু, তবে বৈদিক সাহিত্যে পৃথকভাবে ধনুর্যন্ত্রেরও উল্লেখ রয়েছে। *অথর্ববেদে* প্রথম কাণ্ডে 'বেণু' বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখও রয়েছে–

"ন বহবঃ সমশকন্ নার্ভকা অভি দাদৃষুঃ।
বেণোরদ্গা ইবাভিতোঽসমৃদ্ধা অঘায়বঃ।।"[৪৩]

বেণু শব্দের প্রকৃত অর্থ হল বংশ। বাঁশের ফাপা অংশের মধ্য দিয়ে যখন বায়ু প্রবাহিত হত, তখন সুরেলা ধ্বনি সৃষ্টি হত। মনে করা হয়, সেটির থেকে বেণুর সৃষ্টির চিন্তা-ভাবনার উদ্ভব হয়েছে।

ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রগ্রন্থে বাদ্যযন্ত্রের শ্রেণিবিন্যাস:

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস সুদীর্ঘ এবং গৌরবময়। এই সঙ্গীতের তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণে যে কয়েকটি গ্রন্থ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে, তাদের মধ্যে *নাট্যশাস্ত্র* সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ভরতমুনি বিরচিত *নাট্যশাস্ত্র* ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্বের ইতিহাসে আদি ও অবিসংবাদিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থটির রচনাকাল সম্পর্কে বহু বিতর্ক রয়েছে। তবুও পণ্ডিতগণ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে গ্রন্থটির আনুমানিক রচনাকাল বিবেচনা করেছেন। এখানে ছত্রিশটি অধ্যায় এবং প্রায় ছয় হাজার কারিকা রয়েছে। *নাট্যশাস্ত্র* কেবল নাট্যকলার নয়, বরং এটি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, নৃত্য এবং বাদ্যযন্ত্রের এক বিশ্বকোষস্বরূপ রচনা।

ভরতমুনি বাদ্যযন্ত্রকে চারটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর গ্রন্থের অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে বলেছেন–

"ততং চৈবাবনদ্ধং চ ঘনং সুষিরমেব চ।
চতুর্বিধং চ বিজ্ঞেয়মাতোদ্যং লক্ষণান্বিতম্।।" [৪৪]

অর্থাৎ চার প্রকার বাদ্যযন্ত্র হল– ততবাদ্য, অবনদ্ধবাদ্য, ঘনবাদ্য ও সুষিরবাদ্য। নিম্নে এইগুলি উদাহরণসহ বর্ণনা করা হল-

(১) ততবাদ্য– যেখানে তন্ত্রী বাদিত হয়, তা হল তত। অর্থাৎ তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রকে ততবাদ্য বলে। উদাহরণ: বীণা।

(২) অবনদ্ধবাদ্য- চর্মাবৃত বাদ্যযন্ত্রকে অবনদ্ধবাদ্য বলে। উদাহরণ: মৃদঙ্গ, পুষ্কর।

(৩) ঘনবাদ্য– কঠিন পদার্থে আঘাত করে বাজানো বাদ্যযন্ত্রকে ঘনবাদ্য বলে। উদাহরণ: করতাল।

(৪) সুষিরবাদ্য- বায়ুপ্রবাহের সাহায্যে বাজানো যন্ত্র সুষিরবাদ্য নামে পরিচিত। উদাহরণ: বেণু (বাঁশি)।

সঙ্গীতশাস্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল আচার্য শার্ঙ্গদেব বিরচিত *সঙ্গীতরত্নাকর*। এই গ্রন্থটির রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক। এই গ্রন্থটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। শার্ঙ্গদেব তাঁর *সঙ্গীতরত্নাকর* গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাদ্যযন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ প্রসঙ্গে বলেছেন–

"তৎ ততং সুষিরং চাবনদ্ধং ঘনমিতি স্মৃতম্।"[৪৫]

অর্থাৎ আচার্য শার্ঙ্গদেবও ততবাদ্য, সুষিরবাদ্য, অবনদ্ধবাদ্য ও ঘনবাদ্য- এই চার প্রকার বাদ্যযন্ত্র স্বীকার করেছেন।

সেতার, সরোদ, বাঁশি, তবলা, মৃদঙ্গ, বেহালা, গিটার, ঢোল, ঘণ্টা, বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রগুলি এই চার শ্রেণির মধ্যে কোনও একটি শ্রেণির অন্তর্গত।

বৈদিক সংহিতায় উল্লিখিত বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীতশাস্ত্রীয় শ্রেণিবিন্যাস:

বৈদিক সংহিতায় বেশ কিছু বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ থাকলেও সেগুলির বিস্তারিত বিবরণ সেখানে নেই। তবে পরবর্তীকালে বিভিন্ন যজ্ঞের বিবরণ থেকে এই বাদ্যযন্ত্রগুলির গঠন ও ব্যবহার সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। নিম্নে বৈদিক সংহিতায় উল্লিখিত বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীতশাস্ত্রীয় শ্রেণিবিন্যাস প্রদর্শিত হল।

(১) **ততবাদ্য:** তারের কম্পনের সাহায্যে বাজানো বাদ্যযন্ত্রগুলি বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল।

বাণ: *ঋগ্বেদে* উল্লিখিত 'বাণ' বাদ্যযন্ত্রকে ততবাদ্য শ্রেণিভুক্ত করা যায়। সায়ণাচার্য 'বাণ' শব্দটি 'শততন্ত্রীযুক্ত বীণা' অর্থাৎ একশটি তারবিশিষ্ট বীণা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।[৪৬] এটি মহাব্রতযাগে বাজানো হত। এই বাদ্যযন্ত্রটির গঠন সম্পর্কে বিবরণ লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র[৪৭] ও আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে[৪৮] রয়েছে। এটি তৈরিতে যজ্ঞডুমুর গাছের কাঠ ব্যবহৃত হতো। বৃষচর্ম দিয়ে এটি ঢাকা থাকত, যার লোমশ অংশটি ওপরের দিকে রাখা হত। যন্ত্রটির পেছনের অংশে দশটি গর্ত বা ফুটো থাকত। এই প্রতিটি গর্তের ভেতর দিয়ে দশটি করে, অর্থাৎ সব মিলিয়ে মোট একশটি দর্ভ বা মুঞ্জাঘাসের তৈরি তন্তু পড়ানো হত। পাতাযুক্ত একটি বংশদণ্ড বা লাঠি দ্বারা এই বাদ্যযন্ত্রটি বাজানো হত।

আঘাটি: *ঋগ্বেদে* ও *অথর্ববেদে* আঘাটি নামক তন্ত্রী বাদ্যের উল্লেখ রয়েছে, যা প্রধানত সুরের মাধুর্য ও ছন্দ বজায় রাখতে ব্যবহৃত হতো। সায়ণাচার্য আঘাটিকে কাণ্ডবীণা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু পণ্ডিত বেঙ্কটমাধব *ঋগ্বেদের* মন্ত্রব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আঘাটিকে 'আহন্যমান বাদ্য' অর্থাৎ আঘাত করে বাজানো হয় এইরূপ বাদ্যযন্ত্র বলেছেন। সায়ণাচার্যের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এই যন্ত্রটিকে আঘাত করে বাজানো হত, তাই এটি আঘাটি নামে অভিহিত। মূলত আঘাটি ও আঘাটা একই বাদ্যযন্ত্রের দুটি আলাদা নাম। তবে সায়ণাচার্যের এই ব্যাখ্যার সূত্র ধরে অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, এটি একপ্রকার ঘনবাদ্য।

(২) **অবনদ্ধবাদ্য:** চামড়া দিয়ে আবৃত বাদ্যযন্ত্র হল অবনদ্ধবাদ্য বা আনদ্ধবাদ্য বলা হয়। বৈদিক যজ্ঞে গাম্ভীর্য সৃষ্টির জন্য এগুলি অপরিহার্য ছিল।

দুন্দুভি: বৈদিক সংহিতার সবচেয়ে প্রভাবশালী অবনদ্ধ বাদ্য হলো দুন্দুভি, কারণ একমাত্র এই বাদ্যযন্ত্রটি দেবত্বে উন্নীত হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে এবং যজ্ঞের শুরুতে উচ্চৈঃস্বরে দুন্দুভি বাজানো হতো। এটির গম্ভীর আওয়াজ যোদ্ধাদের মনে দৈবশক্তির সঞ্চার করে এবং শত্রুদের মনে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করে। এই বাদ্যযন্ত্রটি মহাব্রত, বাজপেয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল।

ভূমিদুন্দুভি: মাটিতে গর্ত করে তার ওপর পশুচর্ম দিয়ে ঢেকে এই বিশেষ বাদ্যযন্ত্র তৈরি করা হতো। আর সেখানে পশুর চামড়া এমনভাবে দেওয়া হত, যাতে লোমশ অংশটি উপরে থাকে। পশুর লেজ দিয়ে এটিতে আঘাত করা হতো, যা গভীর ও গম্ভীর শব্দ উৎপন্ন করত।

গর্গর: সায়ণাচার্য গর্গর বাদ্যযন্ত্রকে রণবাদ্য হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।[৪৯] যুদ্ধে যখন এটি বাজানো হত, তখন ভয়ঙ্কর শব্দ ধ্বনিত হত।

(৩) **ঘন বাদ্য:** কঠিন পদার্থে আঘাত করে বাজানো বাদ্যযন্ত্র হল ঘনবাদ্য। বৈদিক বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ঘনবাদ্যের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না।

কর্করি: সায়ণাচার্য কর্করি বাদ্যযন্ত্রটিকে কেবলমাত্র বাদ্য বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাঁদের অনুবাদে একে 'বীণা' (Lute) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে এই ব্যাখ্যা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। বরং এই বাদ্যযন্ত্রটির নামের ব্যাখ্যা করে বলা যেতে পারে 'কর্ কর্' ধ্বনি যুক্ত বলে একে কর্করী বলা হয়। সেক্ষেত্রে এটিকে অবনদ্ধ বা ঘন বাদ্য হিসাবে নির্দেশ করা যেতে পারে।[৫০]

(৪) **সুষির বাদ্য:** ফুঁ দিয়ে বা বায়ুর চাপে বাজানো বাদ্যযন্ত্র সুষির বাদ্য নামে পরিচিত।

বেণু: সুপ্রসিদ্ধ সুষির বাদ্যের মধ্যে অন্যতম হল বেণু। বাঁশের ফাপা অংশের মধ্য দিয়ে যখন বায়ু প্রবাহিত হত, তখন মধুর ধ্বনি সৃষ্টি হয়।

নাড়ী, শঙ্খ ও তূণব: *শুক্লযজুর্বেদের বাজসনেয়ীসংহিতায়* উল্লিখিত তূণব হল সুষির বাদ্য।[৫১] এটি হল বাঁশি জাতীয় বাদ্যবিশেষ। আর শঙ্খ হল প্রাকৃতিক সুষির বাদ্য। নাড়ী বাদ্যযন্ত্রটি শঙ্খ ও তূণবের সঙ্গে থাকায় এটিকে সুষির বাদ্যরূপে গ্রহণ করা হয়।

বৈদিক বাদ্যযন্ত্র ও ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের সংযোগসূত্র:

বর্তমান প্রবন্ধের অভিনবত্ব হল 'বৈদিকযুগে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারিকতা থেকে সঙ্গীতশাস্ত্রীয় তাত্ত্বিকতা' নামক একটি ধারাবাহিক যোগসূত্রের প্রস্তাবনা। বৈদিকযুগে উল্লিখিত বাদ্যযন্ত্রের কোনও সুস্পষ্ট শ্রেণিবিভাগ দৃষ্ট হয় না। পরবর্তীকালে ভরতমুনি, আচার্য শার্ঙ্গদেব বাদ্যযন্ত্রের সুস্পষ্ট চারটি শ্রেণিবিভাগের পরিচয় দেন। যদিও বৈদিকযুগে এই শ্রেণিবিভাগের প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই, তথাপি বাদ্যযন্ত্রগুলির গঠন, ধ্বনি বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে বৈদিক বাদ্যযন্ত্রকে এই চারটি শ্রেণিতে শ্রেণিবদ্ধ করা প্রায় সম্ভবপর হয়। ফলে পরবর্তী সঙ্গীততাত্ত্বিক ধারণার একটি প্রাথমিক ভিত্তি বৈদিক যুগেই নিহিত ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। উপরন্তু ভরতমুনি তাঁর *নাট্যশাস্ত্রের* প্রথম অধ্যায়ে বলেছেন–

> "জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
> যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বণাদপি।।"[৫২]

অর্থাৎ নাট্যের পাঠ্যাংশ ঋগ্বেদ থেকে, গীত সামবেদ থেকে, অভিনয় যজুর্বেদ থেকে এবং রস অথর্ববেদ থেকে গৃহীত হয়েছে। এই উক্তি থেকে স্পষ্ট হয় যে, সঙ্গীত সম্পর্কে ভরতমুনি সামবেদীয় ঐতিহ্যকে বিশেষ গুরুত্ব

দিয়েছেন। তাই বলা যায়, বৈদিক যুগ ছিল ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের 'প্রয়োগ ও অভিজ্ঞতার যুগ' এবং পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্র হল 'তাত্ত্বিক ও শ্রেণিবদ্ধকরণের যুগ'। ফলস্বরূপ বৈদিক সঙ্গীতচিন্তা ও পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট যোগসূত্র প্রতীয়মান হয়।

উপসংহার:

বৈদিক সংহিতায় উল্লিখিত বাদ্যযন্ত্রসমূহের পর্যালোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বৈদিক যুগে সঙ্গীত ছিল ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যজ্ঞ, স্তোত্রগান, রাজকীয় অনুষ্ঠান, যুদ্ধ, সামাজিক উৎসব এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল বৈদিক সমাজজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। *ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ* এবং *অথর্ববেদের* সংহিতা অংশে বিক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত দুন্দুভি, বাণ, বীণা, নাড়ী, তূণব, শঙ্খ, আঘাটি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র কেবলমাত্র তৎকালীন সঙ্গীতচর্চার পরিচয়ই বহন করে না, বরং বৈদিকযুগের মানুষের নান্দনিক বোধ ও সাংস্কৃতিক পরিশীলনেরও সাক্ষ্য বহন করে। এই বাদ্যযন্ত্রগুলিকে পরবর্তীকালে রচিত ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রগ্রন্থে প্রতিপাদিত ততবাদ্য, অবনদ্ধবাদ্য, ঘনবাদ্য এবং সুষিরবাদ্য - এই চারটি শ্রেণির আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বৈদিক সংহিতায় উল্লিখিত অধিকাংশ বাদ্যযন্ত্রই এই শ্রেণিবিন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। যদিও সংহিতাগুলিতে এই শ্রেণিবিভাগের প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই, তথাপি বাদ্যযন্ত্রগুলির গঠন, ধ্বনি বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে পরবর্তী সঙ্গীততাত্ত্বিক ধারণার একটি প্রাথমিক ভিত্তি বৈদিক যুগেই নিহিত ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। ফলস্বরূপ বৈদিক সঙ্গীতচিন্তা এবং পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধ হয়।

তথ্যসূত্র:

১. *সঙ্গীতরত্নাকর*, ১/১/২১
২. *ঋগ্বেদ*, ১/২৮/৫
৩. *তদেব*, ৬/৪৭/২৯
৪. *তদেব*, ৬/৪৭/৩০
৫. *তদেব*, ৬/৪৭/৩১
৬. *তদেব*, ১/৮৫/১০
৭. *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (প্রথম খণ্ড)। অনু. রমেশচন্দ্র দত্ত। পৃষ্ঠা ১৮৭।
৮. *তদেব*, পৃষ্ঠা ১৮৭।
৯. *ঋগ্বেদ*, ৯/৫০/১
১০. *তদেব*, ৮/২০/৮
১১. *তদেব*, ২/৪৩/৩
১২. *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (প্রথম খণ্ড)। অনু. রমেশচন্দ্র দত্ত। পৃষ্ঠা ৩৯০।
১৩. *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (দ্বিতীয় অষ্টক)। সম্পা. রামগোবিন্দ ত্রিবেদী। পৃষ্ঠা ৬৬৩।
১৪. *ঋগ্বেদ*, ৮/৬৯/৯
১৫. *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (দ্বিতীয় খণ্ড)। অনু. রমেশচন্দ্র দত্ত। পৃষ্ঠা ২৯৬।
১৬. *ঋগ্বেদ*, ১০/১৪৬/২
১৭. *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (অষ্টম অষ্টক)। সম্পা. রামগোবিন্দ ত্রিবেদী। পৃষ্ঠা ৬০৪।
১৮. *ঋগ্বেদ*, ১০/১৩৫/৭

১৯. *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (অষ্টম অষ্টক)। সম্পা. রামগোবিন্দ ত্রিবেদী। পৃষ্ঠা ৫৬৫।
২০. *কৃষ্ণযজুর্বেদ*, ৭/৫/৯/২৯
২১. *তদেব*, ৭/৫/৯/৩০
২২. *শুক্লযজুর্বেদ*, ১৬/৩৫
২৩. *শুক্লযজুর্বেদসংহিতা* । সম্পা. রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী। পৃষ্ঠা ৩৯২।
২৪. *তৈত্তিরীয়সংহিতা*, ৬/১/২৫
২৫. *তদেব*, ৬/১/২৫
২৬. *কাঠকসংহিতা*, ৩/৪/৫
২৭. *শুক্লযজুর্বেদ*, ৯/১২
২৮. *শুক্লযজুর্বেদসংহিতা* । সম্পা. রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী। পৃষ্ঠা ১৮৯।
২৯. *শুক্লযজুর্বেদ*, ৩০/১৯
৩০. *শুক্লযজুর্বেদসংহিতা* । সম্পা. রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী। পৃষ্ঠা ৬৯৭।
৩১. *অথর্ববেদ*, ৫/২০/১
৩২. *তদেব*, ৫/২০/৪
৩৩. *তদেব*, ৫/২০/৫
৩৪. *তদেব*, ৫/২০/৬
৩৫. *তদেব*, ৫/২০/১০
৩৬. *তদেব*, ৫/৩১/৭
৩৭. *তদেব*, ৬/১২৬/৩
৩৮. *তদেব*, ১২/১/৪১
৩৯. *তদেব*, ৪/৩৭/৫
৪০. *অথর্ববেদসংহিতা* (দ্বিতীয় ভাগ)। সম্পা. রামস্বরূপশর্মা গৌড়। পৃষ্ঠা ৬০০।
৪১. অথর্ববেদ ২০/১৩২/৮
৪২. *তদেব*, ৪/৬/৪
৪৩. *তদেব*, ১/২৭/৩
৪৪. *নাট্যশাস্ত্র*, ২৮/১
৪৫. *সঙ্গীতরত্নাকর*, ৬/৪
৪৬. *ঋগ্বেদ*, ১/৮৫/১০
৪৭. *লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র*, ৪/১/১-৬
৪৮. *আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র*, ২১/১৭/৮-১০
৪৯. *ঋগ্বেদ*, ৮/৬৯/৯
৫০. দীধিতি বিশ্বাস। *প্রসঙ্গ: বৈদিক সঙ্গীত*। পৃষ্ঠা ৭৭।
৫১. *শুক্লযজুর্বেদ*, ১৬/৩২
৫২. *নাট্যশাস্ত্র*, ১/১৭

গ্রন্থপঞ্জি:

১. *অথর্ববেদ* । সম্পা. শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৫৮ (বঙ্গাব্দ)।

২. *অথর্ববেদসংহিতা* (দ্বিতীয় ভাগ)। সম্পা. রামস্বরূপশর্মা গৌড়। চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০০৭।

৩. *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (দ্বিতীয় ও অষ্টম অষ্টক)। সম্পা. রামগোবিন্দ ত্রিবেদী। চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০০৭।

৪. *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) । অনু. রমেশচন্দ্র দত্ত। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬।

৫. দয়ানন্দ সরস্বতী। *যজুর্বেদ ভাষ্য* । সম্পা. সতীশ চন্দ্র। আর্ষ সাহিত্য প্রচার ট্রাস্ট, কলকাতা, ২০২১।

৬. *নাট্যশাস্ত্রম্* । সম্পা. পণ্ডিত কেদারনাথ। নির্ণয় সাগর প্রেস, বোম্বাই, ১৯৪৩।

৭. প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী। *ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস* । রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, ২০২১।

৮. বিশ্বাস, দীধিতি। *প্রসঙ্গঃ বৈদিক সঙ্গীত* । সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০২২।

৯. ভট্টাচার্য, সুকুমারী। *ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য* । পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১৫।

১০. *যজুর্বেদসংহিতা (শুক্ল ও কৃষ্ণ)*। সম্পা. বিজনবিহারী গোস্বামী । হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬০।

১১. *শুক্লযজুর্বেদসংহিতা* । সম্পা. রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী। চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০২৩।

১২. *শ্রৌতসূত্রম্* । সম্পা. মুকুন্দ শর্মা। চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান, বারাণসী, ২০০৮।

১৩. *সঙ্গীতরত্নাকর* । সম্পা. পণ্ডিত এস. সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী। দি অদ্যার লাইব্রেরী এন্ড রিসার্চ সেণ্টার, মাদ্রাজ, ১৯৯২।

১৪. *সামবেদসংহিতা* । সম্পা. শ্রীসত্যব্রতসামশ্রমী ভট্টাচার্য্য। মুন্সীরাম মনোহরলাল পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লী, ১৯৮৩।

১৫. Day*, C.R. The Music and Musical Instruments of Southern India and The Deccan.* London: Forgotten Books, 2019.

১৬. Renou, Louis. *Vedic India.* Susil Gupta (India) Private Limited, Calcutta, 1957.

১৭. *Saṅgītaratnākara of Śārṅgadeva* (Vol.I). Trans. R.K. Shringy, Prem Lata Sharma. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd, 2018.

১৮. *The Nāṭyaśāstra* (Vol. I). Trans. Manomohan Ghosh. Granthalaya Private Limited, Kolkata, 1967.

১৯. *The Śrauta Sūtra of Āpastamba.* Ed. Narasimhachar. The Government Branch Press, Mysore, 1944.

২০. *The Taittirīya Saṃhitā* (Vol. I). Ed. Mahadeva Sastri. The Government Branch Press, Mysore, 1894.

২১. *Vajasaneyi-Saṃhitā.* Ed. Albrecht Weber. The Chowkhamba Sanskrit Book Series Office, Varanasi, 1972.